ভবানীপুর মঠে গিয়ে আমার অভিজ্ঞতা

—রুণা চক্রবর্তী

সালটা ছিল ২০১৮, ২০১৮-এর এরকম মাঝামাঝি সময়। হঠাৎ একদিন আমার এক বোনের সাথে আমি ভবানীপুর মঠে আসি। এই আসার আগেও কিছু কাহিনী আছে। সেই সময় সাংসারিক নানান সমস্যায় আমার মনটা খুব বিধ্বস্ত হয়েছিল। মনটা খুব খারাপ লাগতো। তার কিছু কিছু কথা হয়তো আমি সেই বোনকে বলতাম। তো সে তখন আমাকে বললো, ''দিদি, তোমাকে একটা জায়গায় নিয়ে যাবো।'' তখন সে আমাকে দিদি নয়, তার ছাত্রীর মা হিসেবে দেখতো। আমাদের মধ্যে সম্পর্ক তখন ''আপনি'' ছিল। তো সে আমাকে বললো, ''আপনাকে আমি এক জায়গায় নিয়ে যাবো। আমাদের ভবানীপুর মঠে তো আপনি যেতে পারেন। একবার চলুন না, ভালো লাগবে।'' সত্যি আমারও কিরকম একটা হলো যে, না যাই একবার। ও যখন এত করে বলছে। তো গেলাম, তো গিয়ে প্রথমে আমি মনে মনে বললাম, ''বাবা এটা কিরকম মঠ, এত ছোট ছোট ঘর?'' যাইহোক তাও একটা বিশ্বাস নিয়ে যে না আমার গেলে মনটা ভালো লাগবে, কারণ তখন মনটা খুব খুব ডিপ্রেসড ছিল। হতাশায় হতাশায় মন আমার একেবারে জর্জরিত হয়েছিল। তাও যদি কিছুটা আনন্দ পেতে পারি, এই হিসেবেই গেলাম। ঢোকার সময়টা একটু কেমন লাগলো, কিন্তু যখন ঘরে গিয়ে আমার সেই বোনেরই গুরুমা (উনি ছিলেন বসে, আরো কয়েকজন ছিলেন), কেন জানিনা, তাকে দেখার পর থেকে একটা ভালোলাগা তৈরি হলো এবং তাকে ভালোবেসেই যেন আমি ঐ মঠটাকে ভালোবাসতে শুরু করলাম। গেলাম প্রথম দিন, গেলাম অনেকক্ষণ বসলাম। মনে মনে ভাবলাম, ''এইবার বোধহয় আমি শান্তি পাবো।'' আর সবচেয়ে বড় কথা, সত্যি সেদিনকে বাড়ি ফিরে আমার খুব ভালো লাগছিল। কারণ এরকম একজন হাসিখুশী মহিলা, উনি এত সুন্দরভাবে আমার সাথে কথা বললেন, যেন কত দিনের চেনা। নানান রকম কথা হলো, মেয়ের পড়াশোনার বিষয়ে কথা হলো। তো ঐ সময় আমি আনন্দ খুঁজতে গিয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে, আমার মেয়ে তখন ক্লাস এইটে পড়ে। তো ওদের স্কুলে একটা এ্যাপ্টিটিউড টেস্ট হতো কম্পিউটারে, সেটাতে যদি পাস করে তবেই ক্লাস নাইনে কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশান নিয়ে পড়তে পারবে। তো কেন জানিনা এই কথাটাও আমি ওনাকে বললাম। মানে ঐ কাকিমাকে বললাম। উনি শুনলেন। আমি ওখানে ঠাকুরের ছবির সামনেও বলে আসলাম যেন আমার মেয়ে এই পরীক্ষায় উতরে যায়, কম্পিউটারটা নিয়ে যাতে পড়তে পারে, কারণ ও কম্পিউটার খুব ভালোবাসে। আর সেই বোন আর কি আমার মেয়েরই কম্পিউটার টিচার।

সেদিন বাড়িতে ফিরে এসে খুব ভালো লাগলো। মনটা খুব খুশি হলো। এবং দেখলাম আস্তে আস্তে যে পারিবারিক দুই-একজনের সাথে একটা সমস্যা চলছিল, সেগুলা আস্তে আস্তে কমতে থাকলো। এইটা আমার মনে প্রচণ্ড আনন্দ দিলো। তারপরে আমি সেভাবে পারতাম না, সংসারের নানান কাজে নিজেকে বড়ো

বেশি জড়িয়ে ফেলেছিলাম। কিন্তু আমি যেতাম, প্রায় যেতাম, বোনের সাথেই যেতাম। তারপর সে আমার বোন হলো, আমাকে দিদি বলে ডাকলো এবং আমার সাথে তার মনের এত মিল ছিল, মানসিকতা, চিন্তাধারার। সত্যি তাকে আমিও নিজের বোনই ভাবি। তার হাত ধরেই যাওয়া প্রথম, এবং তারপরে বেশ কয়েকবার যাওয়া, এরকমই।

২০২৩ সালে আমি এই মঠকে নিয়ে হঠাৎ একদিন একটা স্বপ্ন দেখলাম। এটাই আমার কাছে খুব আশ্চর্য যে স্বপ্নে দেখলাম, আমার বোন, আমি – দুজনে গেছি মঠে। আবার বোনের মাও ওখানে ঠাকুরের মূর্তির ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। তো ঠাকুরকে আমি ফল কেটে দিচ্ছি এবং সেখানে আমি দেখছি একটা বাতাবি লেবু, আমি কাটছি। তো এই স্বপ্নটা আমি পরদিন সকালে আমার বোনকে বললাম। বোন বললো, ''বাবা বেশ ভালো।'' আমি বললাম, ''তাহলে চলো আমি একবার যাবো, গিয়ে একটু ফল ঠাকুরকে নিবেদন করবো।'' তো ভালো কথা, আমি সত্যি সেদিন বাজারে গেছি। কোথাও কিছু নেই। একজন ফলওয়ালা, একটাই বাতাবি লেবু নিয়ে বসে। তার ভ্যানের মধ্যে একটা বাতাবি লেবু রেখেছে আর তাছাড়া তার আলাদা যেসব ফল, সে সেই সময়কার যে সিজেনাল ফল হয়, সেগুলো নিয়ে বসে আছে। তো আমি বললাম, ''বাপরে, তুমি এই বাতাবি লেবু কোথায় পেলে?'' বললো, ''এই পেলাম একজনের থেকে, একটাই। এই সময় বাতাবি লেবু তো পাওয়া যায় না।'' আর যা মূল্যই হোক, তাহলেও তো আমি নেবো, কারণ আমি আগের দিনই স্বপ্ন দেখেছি, আমি এই লেবু কেটে দিচ্ছি ঠাকুরকে। এবং আমি নিলাম ও আমি গেলামও। সেদিনকে সেভাবে কেউ ছিলেন না ওখানে। বোনের সাথেই গেলাম আর ঠাকুরকে আমি নিবেদনও করলাম। এই ব্যাপারগুলো আমার কাছে খুব আশ্চর্য লাগে। আর সবচেয়ে ভালো লাগে সেই মহিলার ব্যবহার। নিজের অজান্তেই তাকে যে আমি কতটা ভালোবেসে ফেলেছি, কি বলবো! এবং যতবার তার সামনা সামনি হয়েছি, ততবার উনি আমাকে আপন করে নিয়েছেন। আমি তো নতুন সেখানে, কিন্তু বিনা স্বার্থে, মানে যেটাকে বলে আনকন্ডিশনাল লাভ। মানে কোন কন্ডিশন না রেখেই কিন্তু উনি আমাকে আপন করে নিয়েছেন। এটা যেন আমার সবসময় মনে হয়। এবং তারপরে ২০২৪-এর শেষের দিকে হঠাৎ একদিন আমি ঐ কাকিমার যেহেতু আমার বোনের ''মা'' হন (গুরুমা), আমি ওনাকে ''মা'' বলেই ডাকি। তো সেই মায়ের স্বপ্ন দেখলাম যে কোন একটা ধর্মীয় স্থানে, মন্দিরে গেছি। সেখানে উনি নানান কথা বলছেন। এবারে সম্ভবত স্বপ্নে দেখলাম, উনি আমার উপর একটু রাগ করেই বললেন যে, ''তুই বস, আমি আরেকটা বাড়িতে একটু কথা বলে আসছি।'' অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখলাম। দেখে পরের দিন ওনাকে জানালামও। হয়তো উনি খেয়াল করেননি মেসেজ, কারণ তখন ওনার একটু শারীরিক সমস্যাও চলছিল। উনি মঠে আসছিলেনও না। তাই আমি খুব সাহস পাইনি ফোন করার, কারণ উনি অসুস্থ ছিলেন। স্বপ্নে আরও আমি দেখলাম যে, উনি গেলেন, গিয়ে বললেন, ''আমি আসছি বস, পরে তোর থেকে তোর প্রণাম নিচ্ছি।'' আমি প্রণাম করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু উনি আর আসলেন না। তারপরে আমার ঘুমটা ভেঙে গেলো এবং আমার যেন মনে হলো, উনি কি তাহলে আমার উপর রাগ করলেন? তো যেটা সবচেয়ে মানে আকর্ষণের বিষয়, যখনই আমি ঐ মঠে যাই, তখনই আমি আগে আমার বোনকে জিজ্ঞেস করি, ''মা আসবেন তো?'' মানে ওনার উপস্থিতিটা আমাকে ভীষণ আনন্দ দেয়। উনি যেন একটা আনন্দ সর্বস্ব নিয়ে বসে আছেন। হয়তো খুব বেশি

কথাও বলেন না, কিন্তু ওনাকে দেখলেই আমার ভীষণ ভালো লাগে। কেন জানিনা। মানে এই যে বললাম আনকন্ডিশনাল লাভ, মানে এটা যেন ওনার মধ্যেও আছে আবার আমার মধ্যেও আছে। মানে কোন কিছু ছাড়াই, অকারণেই ওনাকে ভালোবাসতে, সম্মান করতে আমার খুব ইচ্ছা করে। এটা কি আমি বলতে পারবো না? তবে হ্যাঁ, মঠে আমি বেশ কয়েকবার গেছি। এখন হয়তো একটু বাড়ির কিছু দায় দায়িত্ব নেওয়াতে আমি যেতে পারছি না। আমার মেয়ে এখন কলেজে পড়ে, আমার বয়স্কা মা আমার কাছে আছেন, তার দেখাশোনা করতে হয়। তিনি অসুস্থ, সাংঘাতিকভাবে। তো এইগুলো ছাড়িয়ে আমি হয়তো গিয়ে উঠতে পারছি না। কিন্তু সত্যি কথা বলতে যে যেদিনই যাই, সেদিন দেখি আমার মনটা খুব ভালো হয়ে যায়। এটা কি আমি বলতে পারবো না।

এখানে অনেক মানুষ আসেন। তাদের যে এই ডেডিকেশন মঠের প্রতি, এইটা আমাকে খুব অবাক ও প্রভাবিত করে। এখানে এলেই মনে হয় যে আমি একটা খুব সুন্দর পরিবেশের মধ্যে চলে এসেছি। কিন্তু ওই যে বললাম যে সংসারের চিন্তা আমাকে আবার তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়–''এইটা গিয়ে করতে হবে, আবার ওটা গিয়ে করতে হবে...''। তাড়াতাড়ি করে হয়তো চলেও আসি, বেশি সময় হয়তো দিতে পারি না। কিন্তু সত্যি যদি ভবিষ্যতে আমার সুযোগ হয়, হয়তো আমি প্রতিদিনই এখানে যাবার চেষ্টা করবো–যেটা আমি এখন পারি না। আর যদি ঠাকুর না চান, তাহলে তো হবে না। সবই তার ইচ্ছায় হবে। প্রার্থনা করি ঠাকুর যেন আমার আশ্রম যাওয়ার পথকে সুগম করেন।